দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 12 JUL 2007 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

স্কুলের সাফল্যকে পুঁজি করে চলছে 'বাধ্যতামূলক' কোচিং ও টিউশনি

শিক্ষার নামে বাণিজ্য-২

॥ নিজামুল হক ॥

স্কুলের সাফল্যকে পুঁজি করে রাজধানীসহ দেশের সেরা স্কুলের বেশিরভাগ শিক্ষকই নেমেছেন শিক্ষা বাণিজ্যে। নেমেছেন অবৈধ অর্থ উপার্জনে। স্কুলের এক শ্রেণীর শিক্ষকের পাশাপাশি প্রধান শিক্ষক , স্কুল কমিটির সদস্যরাও এ থেকে পিছিয়ে নেই।

স্কুলে বেতন তেমন বাড়াতে না পারলেও প্রতিটি ছাত্রের কাছ থেকে বিভিন্নভাবে আদায় করা হচ্ছে অতিরিক্ত অর্থ। প্রতিটি বিষয়েই শিক্ষকদের কাছে পড়তে এক রকম বাধ্য করা হচ্ছে এসব প্রতিষ্ঠানে। এভাবেই এসব স্কুলে সন্তানদের পড়াতে প্রতিমাসে প্রত্যেক অভিভাবককে ৭/৮ হাজার টাকা বাড়তি খরচ করতে হচ্ছে। শিক্ষকের কাছে ব্যাচে টিউশনি পড়ানোর জন্য শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ প্রয়োগ করা হয় এমন অভিযোগ করেছেন অভিভাবকরা। যে শিক্ষার্থী শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়ে তার সাথে শ্রেণীকক্ষে আচরণ ভাল করা হয়, অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার খাতায় বেশি নম্বর দেয়া হয়। ভাল নম্বর পেতে কেন শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট পড়ছে না এজন্য জবাবদিহি করতে হয় শিক্ষার্থীকে। অন্য স্কুলের শিক্ষকের তৈরি নোট দিয়ে পরীক্ষার খাতায় উত্তর লিখলে (২য় পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

স্কুলের সাফল্যকে

(প্রথম পৃঃ পর)

নম্বর কম দেয়া হয়। এভাবেই শিক্ষার্থীদের জিম্মি করে প্রাইভেট পড়ানো হয়।

এসব স্কুলের চারপাশ ঘিরে ছাতার মতো গড়ে উঠেছে কোচিং সেন্টার। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকই এসব কোচিং সেন্টারের মালিক। কেউ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত এসব কোচিং সেন্টারের সাথে। অভিভাবকদের অভিযোগ, কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্কুলবিমুখ করা হচ্ছে। স্কুলের লেখাপড়ার প্রতি শিক্ষার্থীদেরই আকর্ষণ কমে যাচ্ছে।

বছরের শুরুতে ভর্তির সময় শুরু হয় কোচিং ও প্রাইভেট প্রতিযোগিতা। 'শতভাগ ভর্তির নিশ্চয়তা' দিয়ে সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষক কোচিং বা প্রাইভেট পড়িয়ে থাকেন। এদের কাছ থেকে নেয়া হয় ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা। ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারলে সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের বলা হয়, আপনার সন্তান ১০০ নম্বরের মধ্যে মাত্র ২ নম্বর পেয়েছে। এ অবস্থায় কিভাবে ভর্তি করানো যায়। তবে ডোনেশনের মাধ্যমে ভর্তি করানোর জন্য চেষ্টা করতে পারি। অথচ উক্ত পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় কত নম্বর পেয়েছে তা শিক্ষকের জানার কথা নয়।

স্কুলে ভর্তির শুরুতে অভিভাবকদের কাছ থেকে ডোনেশনের নামে আদায় করা হয় লাখ লাখ টাকা। প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের নামে এ টাকা আদায় করা হয়। ডোনেশনের জন্য অলিখিতভাবে ২০ হাজার টাকা নেয়ার বিষয়টি প্রচারিত থাকলেও স্কুল কমিটির সদস্য, প্রধান শিক্ষকসহ কিছু সংখ্যক শিক্ষক গোপনে আদায় করে নিচ্ছেন এক লাখ থেকে সাড়ে চার লাখ টাকা। গত কয়েকদিন ঢাকার কয়েকটি স্কুলের অভিভাবক, শিক্ষক ও এলাকাবাসীর কাছ থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

এছাড়া প্রতিবছর প্রতি শ্রেণীতে ভর্তির সময় অভিভাবকদের কাছ থেকে ডোনেশনের মাধ্যমে অর্থ আদায়ে কাজ করে শিক্ষকদের সমন্বয়ে গঠিত একটি চক্র। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোন স্কুলে ২০০ ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির সিদ্ধান্ত হলেও ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে উত্তীর্ণ করানো হয় ৫০ জন শিক্ষার্থীকে। অবশিষ্ট শিক্ষার্থীকে ভর্তি করানো হয় ডোনেশনের মাধ্যমে। আদায় করা হয় বিভিন্ন কৌশলে। বিভিন্ন মন্ত্রী, ডিসি, মেয়র বা ওয়ার্ড কমিশনারের নিজের লোক দেখিয়ে ভর্তি করানো হয় আরো ২ শতাধিক। অথচ এরা মেয়র, মন্ত্রী বা ওয়ার্ড কমিশনারের কেউ নয়। সিন্ডিকেটের মাধ্যমে এদের কাছ থেকে আদায় করা হয় অতিরিক্ত টাকা। শিক্ষকরা ডোনেশনের মাধ্যমে ভর্তির জন্য দরকষাকষি করে থাকেন অভিভাবকদের সাথে। যিনি বেশি দিতে পারবেন তাকেই ভর্তি করানো হয়। অভিভাবকদের অভিযোগ, এর ফলে প্রকৃত মেধাবীরা ভর্তি হতে ব্যর্থ হচ্ছে।

রাজধানীর মনিপুর হাইস্কুল, ভিকারুন্নেসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজসহ কয়েকটি নামিদামি স্কুলের অভিভাবক, শিক্ষার্থী ও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষকদের সাথে কথা বলে নানা তথ্য পাওয়া গেছে।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থী প্রতি অভিভাবকদের কাছ থেকে দেড় লাখ থেকে সাড়ে তিন লাখ টাকা আদায় করা হয়, এমন অভিযোগ অভিভাবকদের। এ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ না নিয়েও অবৈধ অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করানো হয়েছে। আজমল আবেদীন আযাদ নামে এক দাতা ও অভিভাবক সদস্য এ ব্যাপারে দুর্নীতি দমন কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন। অভিযোগপত্রে তিনি বলেন, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলের মতিঝিল ও বনশ্রী শাখায় ২০৪ টি শূন্য আসনের বিপরীতে ৬০৭ জন ছাত্র-ছাত্রী অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে ভর্তি করানো হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে এভাবে অবৈধ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে। তিনি বলেন, ২০০৭ সালে অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে প্রায় ১০ কোটি টাকা উপার্জন করেছে বর্তমান এডহক কমিটির সদস্য ও কিছু শিক্ষক। তিনি আরো বলেন, ২০০৬ সালে এ স্কুলের বনশ্রী শাখায় ৭৯ জন ছাত্র-ছাত্রী লিখিত পরীক্ষায় অংশ না নিয়েও ভর্তি হয়েছে অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে। এছাড়া এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগেও লাখ লাখ টাকা লেনদেন হয়।

মনিপুর হাইস্কুলেও অবৈধ ভর্তির মাধ্যমে লাখ লাখ টাকা আদায় করেছেন প্রধান শিক্ষক ও তার নিজস্ব বলয়ের কিছু শিক্ষক এমন অভিযোগ করে অভিভাবকরা বলেছেন, স্কুলের একশ্রেণীর শিক্ষক শুধু কোচিং ব্যবসা ও প্রাইভেট টিউশনি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তারা শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের কোচিং ক্লাস বা প্রাইভেট টিউশনির জন্য মানসিক চাপ প্রয়োগ করেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মনিপুর স্কুলের এক শিক্ষক জানান, স্কুলের একশ্রেণীর শিক্ষক শিক্ষা বাণিজ্যে এতটাই লিপ্ত যে তাদের বেশিরভাগ সময় কাটান কোচিং সেন্টারে। এসব শিক্ষকের মাসিক আয় ন্যূনতম দুই লাখ টাকা। ইতিমধ্যে কেউ বাড়ির মালিক হয়েছেন, কেউবা ফ্ল্যাট কিনেছেন উচ্চমূল্য দিয়ে। এ স্কুলে মন্ত্রী, এমপি, ওয়ার্ড কমিশনারের দোহাই দিয়ে ভর্তি করা হয়েছে অতিরিক্ত ছাত্র-ছাত্রী। অভিভাবকরা জানান, বিগত দিনের স্কুলের প্রশাসনিক দিক ভাল থাকা, অভিভাবকদের সচেতনতার জন্য এসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা ভাল ফলাফল করে। রাজধানীর ভিকারুন্নেসা স্কুলের চিত্র একই। সেখানে চলে ভর্তি বাণিজ্য, চলে প্রাইভেট ও টিউশনি ব্যবসা।

অভিভাবকরা জানিয়েছেন, এমন আইন হওয়া উচিত যাতে শিক্ষকরা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছাত্রীদের টিউশনি বা কোচিং এ পড়াতে না পারেন। তারা মনে করেন, অভিভাবকদের জিম্মি করে শিক্ষকদের এ বাণিজ্যের অবসান হওয়া দরকার।